সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৯৫
WEEKLY BOOKLET:395

# ইতিকাফের ১০টি মাদানী বাহার



উৎসাহে নদীয়ার ১২টি চাঁদের কিরণ লেগে গেলো ০৪
৭০ বছর বয়স্ক ইসলামী ভাইয়ের অনুভূতি ০৫
নেরুদন্ডের ব্যথা থেকে মুক্তি ১১
ভেজাল মিশ্রিত মসলার ব্যবসা বন্ধ করে দিলো ০১

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# ইতিকাফের ৯০টি মাদানী বাহার[১]

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক, যে কেউ এই "ইতিকাফের ১০টি মাদানী বাহার (পর্ব: ৩)" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে রমযানুল মুবারকে অনেক ইবাদত করার সৌভাগ্য দান কর এবং তাকে পিতামাতা ও পরিবারসহ জান্নাতুল ফেরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার নসীব কর।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরূদ শরীফের ফযিলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার দিন (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সূর্যাস্ত থেকে শুক্রবার সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে নাও, যে এরূপ করবে কিয়ামতের দিন আমি তার শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হব।

**(শুয়াবুল ঈমান, ৩/১১১, হাদীস ৩০৩৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১.. এই বিষয়বস্তু আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর "ফয়যানে রমযান" কিতাবের ৪৩৯-৪৫০ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।



www.dawateislami.net

## হাজরে আসওয়াদ চুমু খেলাম

টান্ডো আল্লাহ ইয়ার (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ,পাকিস্তান) এর এক ইসলামীকে ভাই খারাপ পরিবেশ ও ভবঘুরে বন্ধুদের সহচর্য গুনাহের ব্যাপারে নির্ভীক করে দিয়েছিলো, মদের আড্ডায় যাওয়া তার জন্য সাধারণ ব্যাপার ছিলো, মানুষের সাথে অযথা ঝগড়া বিবাদ, মারামারি করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো। এ সমস্ত ক্রিয়াকলাপের কারণে ঘরের সবাই তার উপর বিরক্ত ছিলো, সে এমনভাবেই গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলো, এমতাবস্থায় তার ভাগ্যকাশে তারকা চমকে উঠলো এবং এক আশিকে রাসূলের একক প্রচেষ্টার বরকতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে টান্ডো আল্লাহ ইয়ার এর নূরানী মসজিদে অনুষ্ঠিত রমযানুল মোবারকের (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) শেষ ১০দিনের সম্মিলিত ইতিকাফের বরকত অর্জনের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। ইতিকাফ চলাকালীন আশিকানে রাসূলের দাড়ি ও পাগড়ী সম্বলিত নুরানী চেহারা এবং তার ভালবাসা ও আন্তরিকতা তাকে দাওয়াতে ইসলামীর প্রতি যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ১০দিন লাগাতার আশিকানে রাসূলের সহচর্যে থেকে সে অনেক কিছু শিখতে পারলো। ২৫তম রাতে আল্লাহ পাকের যিকিরে নিমগ্ন ছিলো, হঠাৎ তার তন্দ্রাভাব এলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে নিজেকে কাবা শরীফের সামনে দেখতে পেলো, তার উপর আরো দয়া হলো যে, সে তৎক্ষনাৎ হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিয়ে দিলো। ২৭তম রাতেও তার উপর দয়া হলো এবং তন্দ্রাবস্থায় মদীনা মুনাওয়ারার নুরানী গলি ও সুবজ গম্বুজের নুরানী দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য পেলো। এই ঈমানোদ্দীপক বিষয়গুলো তার মনো জগতকে পরিবর্তন করে



www.dawateislami.net

দিলো। সে নিয়্যত করলো যে, এই দ্বীনি পরিবেশকে জীবনেও ছাড়বোনা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল্লাহ পাকের দয়া ও মেহেরবানীতে দাওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনায় ( হায়দারাবাদ) দরসে নিজামী করার জন্য ভর্তি হয়ে গেলো।

দিল মে বস জায়ে আক্বা কে জলওয়ে মুদাম
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
দেখো মক্কে মদীনে কো তুম সুবহ ও শাম
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## অসৎ সহচর্যে থাকার গুনাহ ছুটে গেলো

আওরঙ্গী টাউন (করাচী) এর এক ইসলামী ভাই মন্দ সহচর্যের কারণে আধুনিক ও মন্দ প্রকৃতির লোক হয়ে গিয়েছিলো। সৌভাগ্যক্রমে নিজ এলাকার আকসা মসজিদে, আওরঙ্গি টাউন, আল ফাতাহ কলোনীতে (করাচী) অনুষ্ঠিতব্য রমযানুল মোবারক মাসের শেষ ১০দিনের সম্মিলিত সুন্নাত ইতিকাফ করার বরকতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, নামায ও সুন্নাতের নিয়মিত অনুসারী হয়ে গেলো, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার অভ্যাস হয়ে গেলো, সিনেমা নাটক দেখার বদ অভ্যাস চলে গেলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه একটি বড় উপকার হলো যে, শুধুমাত্র নফসের কুপ্রবৃত্তির কারণে অসৎ সহচর্যে থাকার যে অভ্যাস ছিলো, তাও তার পিছু ছাড়লো।



www.dawateislami.net

সুহবাতে বদ মে রেহনে কী আদত ছুটে
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
খাসলতে জুরম ও ইসইয়াঁ তুমহারে মিটে
দ্বীনি মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## উৎসাহে মদীনার ১২টি চাঁদের কিরণ লেগে গেলো

মালাকা (ইলাহাবাদ, ইউপি, ভারত) এর এক ইসলামী ভাই এর ঘটনা কিছুটা এরূপ যে, সে মদীনাতুল আউলিয়া আহমদাবাদ শরীফে ভারতের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে, ফলে দ্বীনের খেদমত করার যথেষ্ট প্রেরণা পেলো।সেই বছরই আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রমযানুল মোবারক মাসের (১৪১৬ হিজরী, ১৯৯৬ সাল) শেষ দশদিন নাগুরী ওয়ার্ড মসজিদে (আহমদাবাদ শরীফ) অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাফে ইতিকাফকারী হলো। আশিকানে রাসূলের সহচর্য তাকে খুবই উপকৃত করলো, তার দ্বীনি প্রেরণায় প্রিয় মদীনার ১২টি চাঁদের কিরণ লেগে গেলো। ইতিকাফের পর নিজ গ্রামের বাড়ী মালাকাতে (ইউপি) গিয়ে দ্বীনি কাজের সাড়া জাগিয়ে দিলো। দ্বিতীয় বছর মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শহরে গিয়ে শত শত ইসলামী ভাইদেরকে ইতিকাফ করালো। আর এখন সে আহমদাবাদ শরীফে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে এবং দাওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক নিয়মানুসারে তাহসীলের মালিয়াত যিম্মাদার হিসেবে আছে।



www.dawateislami.net

আও ইশকে মুহাম্মাদ কে পিনে কো জাম
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
মাস্ত হো কর করো খুব তুম দ্বীনি কাম
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ৭০ বছর বয়স্ক ইসলামী ভাইয়ের অনুভূতি

গার্ডেন ওয়েষ্ট (করাচী) এর বয়োবৃদ্ধ এক ইসলামী ভাই বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পানাহ! নিয়মিত নামায আদায় করতো না, সিনেমা নাটকের আসক্ত ছিলো, দাড়ি মুন্ডিয়ে ফেলতো এবং ইংরেজদের পোশাক পরতো। প্রায় ৬০ বছর বয়সে কাউসার মসজিদ মুসা লেইন, লিয়ারীতে (করাচী) রমযানুল মোবারকের শেষ দশকে (সম্ভবত ১৪১৬ হিজরী, ১৯৯৬ সাল) তার প্রথমবার ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হলো। সেখানে সে দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানের রাসূলের সহচর্য থাকার সুযোগ পেলো। গুজরাটি ভাষায় উচ্চারণ লিখিত কুরআন শরীফ পড়তে দেখে এক ইসলামী ভাই তাকে বুঝিয়ে বললো যে, কুরআনে পাক আরবী ভাষায় পড়া আবশ্যক, কেননা গুজরাটি উচ্চারণে আরবী বর্ণগুলোকে সঠিক মাখরাজ সহকারে আদায় করা সম্ভব নয়! একথা তার বুঝে আসলো। সর্বোপরি ইতিকাফে আশিকানে রাসূল থেকে তার অনেক ফয়েয অর্জিত হলো। সে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়া শুরু করে দিলো। দেড় বছরের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে তার উচ্চারণ কিছুটা শুদ্ধ হলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আরবী কুরআন



www.dawateislami.net

শরীফ দেখে দেখে তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য নসীব হতে লাগলো। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার সৌভাগ্য অর্জন হতে লাগলো, সপ্তাহে একবার এলাকায়ী দাওরায় অংশগ্রহণের সুযোগও অর্জিত হতে লাগলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে এক মুষ্ঠি দাড়িও সাজিয়ে নিয়েছে। প্রকাশ্যভাবে কোন উপায় না থাকা সত্ত্বেও তার উপর দয়া হয়ে গেলো এবং ওমরা শরীফ ও প্রিয় মদীনার উপস্থিতির সৌভাগ্য হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রতি মাসে তিনদিন মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্যও অর্জন করতে লাগলো। ৭২টি নেক আমলের ৪০টিরও বেশি নেক আমলের উপর আমল করার চেষ্টা নসীব হলো। একটি প্রাইভেট ফার্মের একাউন্টেন্ট হিসেবে কর্মরত আছে এবং সকাল সন্ধ্যা আসা যাওয়ার সময় বাসে চার বছর ধরে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হচ্ছে, একদা স্বপ্নে বাসের ভিতর সে নেকীর দাওয়াত দিলো, নেকীর দাওয়াত দেওয়ার পর দেখলো যে, দাওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগ যাকে সে খুব বেশি ভালবাসতো, তিনি তার সামনে মুচকি হেসে উপস্থিত। এই মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে সে কেঁদে দিলো এবং চোখ খুলে গেলো, এই স্বপ্ন দেখার পর নেকীর দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে তার আরো দৃঢ়তা নসীব হলো।

সিখলো আও কুরআন পড়না সভী
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
তুম তরক্কী কে যীনো পে চড়না সভী
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় কুরআনের আয়াতের উচ্চারণ লেখা নাজায়িয

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যতক্ষণ পর্যন্ত উত্তম সহচর্য পাওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায় না। আজকাল অধিকহারে বয়োবৃদ্ধ মানুষকেও বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়, এমনকি বেচারা মৃত্যুশয্যায় পতিত হলেও তার নামায আদায় করার, মিথ্যা ও গীবত থেকে বাঁচার এবং দাড়ি মুন্ডানো থেকে তাওবা করে নেয়ার সৌভাগ্য নসীব হয় না, ঐ অবস্থাতেও আল্লাহর পানাহ! টিভিতে সিনেমা দেখা অব্যাহত থাকে, আর সুস্থ হয়ে শুধুমাত্র দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকার উৎসাহ দেখা যায়। এই বয়োবৃদ্ধ ইসলামী ভাইটি সৌভাগ্যবান ছিলো, সে ইতিকাফে দ্বীনি পরিবেশকে সহজে আয়ত্বে নিয়েছিলো এবং অলসতায় ভরা জীবনকে পুরোপুরি মাদানী রঙে রাঙিয়ে নিলো। আপনারা দেখেছেন যে, বেচারা কুরআন শরীফও পড়তে জানতো না, তাই গুজরাটী উচ্চারণে কুরআন শরীফ পড়তো, যার কারণে এক আশিকে রাসূল তাকে বুঝালো, তখন দাওয়াতে ইসলামীর প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় রাতের বেলায় শিখে আরবীতে কিছু কিছু পড়ার উপযুক্ত হলো। মনে রাখবেন! আরবী ভাষা ছাড়া অন্য যেকোন ভাষায় যেমন; বাংলা, হিন্দি, ইংরেজী ভাষায় কুরআনে পাকের আয়াতের উচ্চারণ লেখা জায়িয নেই। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজী ইত্যাদি ভাষার ক্রোড়পত্র ও অন্যান্য বই ও পুস্তিকায় আয়াত ও দোয়ায়ে মাসুরা সমূহ (অর্থাৎ কুরআনী দোয়া) আরবী অক্ষরেই লিখতে হবে। প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি ব্যাখ্যামূলক



www.dawateislami.net

ফতোয়া পর্যবেক্ষণ করুন: “হিন্দি বা ইংরেজী অক্ষরে কুরআন শরীফ লিখা সরাসরী পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত (আর কুরআন শরীফ পরিবর্তন করা হারাম), কেননা প্রথমতঃ তা উপরোল্লিখিত বিধি নিষেধ বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ سین،صاد،ثاء এর মধ্যে, এমনিভাবে ق، ك এর মধ্যে, পাশাপাশি ز، ذ، ظ এর মধ্যে একেবারেই পার্থক্য করা যায় না। যেমন; ظاہر এর অর্থ প্রকাশ্য, আর زاہر অর্থ চমকদার বা সতেজ। এখন যদি আপনি ইংরেজীতে Zahir লিখেন তখন কিভাবে বুঝবেন যে, এটা ظاہر নাকি زاہر। অনুরূপভাবে علیم ও سمیع , عالم ও قدیر, سامع ও طاہر, قادر ও تاہر এর মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করবেন? উদ্দেশ্য ও শব্দগতভাবে পার্থক্য তো হবেই বরং হরফ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং অর্থও পরিবর্তন হয়ে যাবে।”

**(ফতোয়ায়ে নঈমীয়া, ৮৩ পৃষ্ঠা)**

মে কুরআন সিখুঁ সিখাউঁ খোদায়া!
করম সে ইয়ে জযবা মে পাউঁ খোদায়া!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!     صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ঘরেও দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি করে নিলো

রমযানুল মোবারকে (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) ইতিকাফের সময় খুবই সন্নিকটে ছিলো, রাজুরী (জম্মু কাশ্মির, ভারত) এর এক ইসলামী ভাইয়ের (বয়স প্রায় ৪০ বছর) সাথে সাক্ষাতে একজন দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ তাকে সাধারণভাবে সম্মিলিত ইতিকাফের দাওয়াত পেশ করলো এবং সে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রেলওয়ে ষ্টেশন মসজিদে (রাজুরী, জম্মু কাশ্মির)

অনুষ্ঠিতব্য রমযানুল মোবারকের (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) শেষ দশদিনের সম্মিলিত ইতিকাফে ইতিকাফকারী হয়ে গেলো। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি পরিবেশ দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেলো, দাড়ি মোবারক সাজিয়ে নিলো, পাগড়ী শরীফ পরিধান করে নিলো, দরস ও বয়ান করা শুরু করে দিলো, নিজের ঘরেও দ্বীনি পরিবেশ বানিয়ে নিলো, পরিবারের ইসলামী বোনদের মাঝে পর্দার বিধান চালু করলো। আর এখন সে নিজ শহর "রাজুরী"র মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে দায়িত্বরত আছে।

যিন্দেগী কা কারিনা মিলে গা তুমহে দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
আও দরদে মদীনা মিলে গা তুমহে দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## আমি রমযানের রোযাও খুব কমই রাখতাম

ভালওয়াল (জিলা সরগোদা, গুলজারে তৈয়্যেবা, পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই বেনামাযী ও ফ্যাশন পাগল যুবক ছিলো এবং সিনেমা-নাটক দেখার, গান বাজনা শোনার খুবই আসক্ত ছিলো। রমযানুল মোবারকের রোযাও আল্লাহর পানাহ! খুব কমই রাখতো, কেউ যদি বুঝানোর চেষ্টাও করতো তবে তাকে নিরাশ করে দিতো। একদিন সে কোন ব্যাপারে চিন্তায় বিভোর হয়ে যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে একজন পাগড়ী ওয়ালা ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেলো, যিনি আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি তাকে একক প্রচেষ্টা করে জামে মসজিদে অনুষ্ঠিতব্য দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে গেলেন, কিন্তু সে শয়তানী



www.dawateislami.net

কুমন্ত্রণায় পরে কিছুক্ষণ পরই উঠে চলে গেলো। দু'দিন পর তার এক দুনিয়াদার বন্ধু তাকে সিনেমা দেখার জন্য নিয়ে গেলো, কিন্তু কোন এক ব্যাপারে তাদের মাঝে বিরোধ হওয়াতে সে তার থেকে আলাদা হয়ে গেলো আর এভাবে তার ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠলো, ঘটনাটি হলো যে, রমযানুল মোবারকে তার বড়ভাই দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিতব্য সম্মিলিত ইতিকাফে ইতিকাফকারী ছিলো, সে ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে গেলো, সেখানে সবুজ সবুজ পাগড়ী পরিহিত আশিকানে রাসূলদের তার খুবই ভাল লাগলো। চাঁদ রাতে এক ইসলামী ভাই তার বড় ভাইকে ফয়যানে সুন্নাত ও নাতের ক্যাসেট উপহার হিসেবে দিলো, সেই ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নাতের "বেনামাযীর শাস্তি" নামক অধ্যায়টি পাঠ করে ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং ক্যাসেটে এই মুনাজাত –

গুনাহোঁ কি আদত ছুড়া মেরে মাওলা
মুঝে নেক ইনসাঁ বানা মেরে মাওলা।

শুনে মনে দাগ কেটে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে গান বাজনা শুনা ছেড়ে দিলো কিন্তু নিয়মিত নামাযী হতে পারলো না। এক আশিকে রাসূলের দাওয়াতে দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আবারো উপস্থিত হলো এবং ইজতিমার শেষে আশিকানে রাসূলের সাক্ষাতের মনমুগ্ধকর পদ্ধতি তাকে দাওয়াতে ইসলামীর প্রেমিক বানিয়ে দিলো। সে মুখমন্ডলকে মাদানী নিদর্শন তথা দাড়ি মোবারক দ্বারা এবং মাথাকে পাগড়ী শরীফ দ্বারা সাজিয়ে নিলো। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে পড়তে শুরু করলো এবং সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদও হয়ে গেলো,



www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের পদানুসারে সাংগঠনিকভাবে যেলী মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার এবং নিয়মিত দরস দেওয়ার পাশাপাশি দাওয়াতে ইসলামীর মাদরাসাতুল মদীনায় হেফয করার সৌভাগ্য অর্জন করে যাচ্ছে।

আও সুন্নাত কা ফয়যান পাও গে তুম দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
اِنْ شَآءَاللّٰه জান্নাত মে যাও গে তুম দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৪, ৬৪৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## মেরুদন্ডের ব্যথা থেকে মুক্তি

করাচীর ডিফেন্স ভিউ এলাকার এক দাওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের মামাতো ভাই, যে কিনা ফ্যাক্টরীর মালিক (Mill owner) ছিলো,একক প্রচেষ্টার বরকতে রমযানুল মোবারক মাসে (১৪২৫ হিজরী) দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। সে দীর্ঘদিন যাবৎ মেরুদন্ডের প্রচন্ড ব্যথায় ভুগছিলো, অনেক ডাক্তারকে দেখালো এবং তাদের চিকিৎসামত ঔষধও ব্যবহার করলো, কিন্তু কোন আশানুরূপ উপকার হলো না। সে খুবই চিন্তায় ছিলো যে, ১০দিন ইতিকাফে কিভাবে থাকবে! সে ইতিকাফে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসার চেষ্টা করতো, ফোমের বিছানায় ঘুমানোর অভ্যাস ছিলো, এখানে চাটাই বা মাদুড় বিছিয়ে ফ্লোরে সুন্নাত অনুযায়ী ঘুমানোর উৎসাহ প্রদান করা হতো, এটা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টের ছিলো। কিন্তু তাছাড়া কোন উপায়ও ছিলোনা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কিছুদিন সুন্নাত



www.dawateislami.net

অনুযায়ী শয়ন করার বরকতে তার অনুভূতি হলো যে, কোমরের ব্যথা যথেষ্ট পরিমাণে কমে এসেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর সম্মিলিত সুন্নাত ইতিকাফের বরকতে অবশেষে মেরুদন্ডের ব্যথা থেকে সে মুক্তি পেলো।

তুম কো তাড়পা কে রাখ দে গা দারদে কমর
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
পাঁওগে তুম সুকুঁ হোগা ঠান্ডা জিগর
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## হ্যাপি নিউ ইয়ারের অভিলাষ

যোধপুরের (রাজস্থান, ভারত) এক ফটোগ্রাফার (বয়স প্রায় ২৮ বছর) যার ৩১ শে ডিসেম্বর "হ্যাপি নিউ ইয়ার" এর অশ্লীলতায় ভরা পার্টিতে অংশ গ্রহণের প্রবল আগ্রহ ছিলো এবং সে এই জন্য মুম্বাই চলে যেতো। আল্লাহ পাকের মেহেরবানী হয়ে গেলো যে, আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বীচের মসজিদে (উদয়পুর, রাজস্থান, ভারত) রমযানুল মোবারকের (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) শেষ দশদিনের অনুষ্ঠিত সম্মিলিত সুন্নাত ইতিকাফে আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো। সেখানখার সুন্নাতে ভরা হালকা, ভাবাবেগপূর্ণ বয়ান ও ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ দোয়া তাকে কাঁপিয়ে দিলো। নিজের পূর্বেকার গুনাহ থেকে তাওবা করলো, ফটোগ্রাফারের কাজ



www.dawateislami.net

ছেড়ে দিলো এবং নিয়মিতভাবে সাদায়ে মদীনা লাগাতে লাগলো অর্থাৎ মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের জন্য জাগাতে লাগলো।

রঙ রেলিয়া মানানে কা চাসকা মিটে
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
রাক্স কি মাহফিলোঁ কি নাহুসত ছুটে
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## আমাদের হিজরী সনকে সম্মান করা উচিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহ! যদি জানুয়ারীতে নতুন বছরের অভ্যর্থনার পরিবর্তে মুসলমানদের "মাদানী নতুন বছর" তথা হিজরী সন অনুযায়ী শুরু হওয়া নতুন বছরের অভ্যর্থনা জানানোর প্রেরণা নসীব হয়ে যেত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه হিজরী সনের নতুন বছর ১লা মুহাররামুল হারাম থেকে শুরু হয়, সম্ভব হলে প্রতি বছর মুহাররামুল হারামের প্রথম তারিখ পরস্পরের মধ্যে নতুন মাদানী বছরের মোবারকবাদ জানানোর প্রথা চালু করুন।

## আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকত

ভালওয়াল (সারগোধা জিলা, পাঞ্জাব,পাকিস্তান) এর এক ইসলামী ভাই দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে "ক্লীন শেভকারী" ছিলো, সুন্নাতে ভরা জীবন থেকে দূর, অলসতার উপত্যকায় ঘুরছিলো। রমযানুল মোবারকের বরকতময় মাস ছিলো, একদিন নিজের ঘরে বসা ছিলো, তখন তার পিতা তার ছোট ভাইকে বলছিলো:



www.dawateislami.net

"খোয়াজগান জামে মসজিদ" এ দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের সম্মিলিত ইতিকাফ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তুমি তাড়াতাড়ি যাও নয়তো প্রথম কাতারে জায়গা পাবে না। সে চমকে গেলো এবং তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো যে, আমিও আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাত করতে যাব, ঐদিন ইশার নামায তারাবীহসহ ঐ মসজিদে আদায় করলো। তারাবীর পর ক্যাসেটের মাধ্যমে হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কণ্ঠে এই নাত শরীফটি চালানো হলো:

**"সানি নাহ্ কোয়ি মেরে সোনে নবী লাজপাল দা"**

তার মনে অনেক প্রশান্তি অনুভূত হলো। সে দ্বিতীয় দিন আবারো গেলো, সেদিন যেহেতু বৃহস্পতিবার ছিলো, তাই সেখানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শুরু হয়ে গেলো। সে প্রথম বারের মতো অংশগ্রহণ করলো, অন্তরে আশ্চর্য রকমের শান্তি ও প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলো। তৃতীয়দিনও গেলো তখন ক্যাসেট ইজতিমায় মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট "গান বাজনার ধ্বংসলীলা" শুনানো হলো, বয়ান শুনে সে কেঁপে উঠলো, কেননা এতে সাধারণভাবে গাওয়া গান সমূহের মধ্যে কুফরী বাক্য চিহ্নিত করা হয়েছিলো। আল্লাহর পানাহ! সেও কুফরী গান সমূহ গাওয়ার আপদে লিপ্ত ছিলো, সুতরাং সে তাওবা করলো এবং ঈমানও নবায়ন করলো। যেহেতু অন্তর একেবারে মর্মাহত হলো তাই অবশিষ্ট দিনগুলোতে ইতিকাফে অংশগ্রহণ করলো। ফয়যানে সুন্নাতের বাররী চুল রাখার সুন্নাত ও আদব পড়ার পর বাবরী চুল রাখার নিয়্যত করে নিলো এবং ২৬ রমযানুল মোবারকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে দাড়ি রাখার নিয়্যতও করে নিলো আর



www.dawateislami.net

সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে গেলে। সালাত ও সালামের বাক্যগুলোও সে সেখানে শিখে নিলো এবং ইতিকাফ থেকে ফিরে গানের শতাধিক ক্যাসেট ও টিভিকে (কেননা তখন "মাদানী চ্যানেল" ছিলোনা, আর অন্যান্য চ্যানেলে সাধারণত গানবাজনায় ভরপুর অনুষ্ঠানই দেখানো হতো, তাই) ঘর থেকে বের করে দিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের ভিত্তিতে সাংগঠনিক নিয়ামানুসারে ডিভিশন কাফেলা যিম্মাদারও হয়েছিলো।

ঢোল বাজোঁ কো সুননে সে বায আও তুম
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
ফিল্মী গানে না হার গিয কভী গাও তুম
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৫ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! ফিল্মী গান শোনা থেকে বিরত থাকুন,নিজের ঈমানকে হিফাজত করুন,অনেক গান এমন আছে যেখানে কুফরী বাক্য থাকে ,দয়া করে মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা " গানের ৩৫টি কুফরী বাক্য" অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## ভেজাল মিশ্রিত মসলার ব্যবসা বন্ধ করে দিলো

রঞ্চোড়পুরী রোড, ভীমপুরা করাচীর এক ইসলামী ভাই প্রথম প্রথম এমন বে-নামাযী ছিলো যে, জুমার নামাযও পড়তো না। সৌভাগ্যবশতঃ



www.dawateislami.net

তার আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে গুলযারে মদীনা মসজিদে (আগরা তাজ কলোনি, বাবুল মদীনা) আশিকানে রাসূলের সাথে রমযানুল মোবারকের (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) শেষ ১০দিন সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হলো। ১০ দিনের আশিকানে রাসূলের সহচর্য তার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে দিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে কিছু কিছু নামায শিখে নিলো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করতে শুরু করলো। সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদও হয়ে গেলো। আল্লাহ পাকের দয়া ও মেহেরবানীতে নেক আমলের এমন মানসিকতা তৈরী হলো যে, ৭২টি থেকে প্রায় ৬৩টি নেক আমলের উপর আমল করার প্রচেষ্টা চালাতে সফল হয়ে গেলো। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা সমূহ অধিকহারে পড়ার অভ্যাস হয়ে গেলো এবং ইতিকাফের আরো একটি বড় উপহার এটাও পেলো যে, সে যে ভেজাল মিশ্রিত মরিচ মসলার সাপ্লাই এর কাজ করতো, তা ছেড়ে দিলো। তার মসলার কারখানায় প্রায় ৪৪ জন শ্রমিক কাজ করতো, সে সেই কারখানাও বন্ধ করে দিলো, কেননা যুগ খুবই খারাপ, বড় আকারে বিশুদ্ধ মসলার ব্যবসা করে বাজারে থাকাটা অত্যন্ত কঠিন। যদিও অনেক ক্ষেত্রে মিশ্রণের কথা প্রকাশ করে বিক্রি করা জায়িয, তবে মিশ্রণের কথা বললে কিনবে কে! সাধারণত ধোকাবাজির আধিক্য চলছে। আজকাল মুসলমানদের স্বাস্থ্যের প্রতি কারো খেয়াল নেই! ব্যস! সম্পদ উপার্জন করা চাই, তা হালাল হোক কিংবা হারাম, আল্লাহর পানাহ! মোটকথা আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে সে হালাল রিযিক অন্বেষণে ব্যস্ত



www.dawateislami.net

হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের বরকতে ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদের নফল নামাযের পাশাপাশি প্রথম সারিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে পড়ারও অভ্যাস হয়ে গেলো।

ছোড় দো ছোড় দো ভাই রিযকে হারাম
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
আও করনে লাগো গে বহুত নেক কাম
দ্বীনি মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইয়া রব্বে মুস্তফা! প্রতিটি মুসলমানের ইতিকাফ কবুল কর। ইয়া আল্লাহ! নিষ্ঠাবান ইতিকাফকারীদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা কর। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান কর! ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে সত্যিকারের আশিকে রাসূল বানিয়ে দাও। ইয়া আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ক্ষমা করে দাও।

হার গুনাহ সে বাঁচা মুঝ কো মাওলা
নেক খাসলত বানা মুঝ কো মাওলা
তুঝ কো রমযান কা ওয়াসতা হে
ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)**



www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা


হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন ব্যাপারীপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net